



253569 - তাওয়াফের শর্ত ও ওয়াজবিসমূহ

প্রশ্ন

তাওয়াফের শর্ত ও ওয়াজবিগুলো কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কাবাগৃহের চর্তুদিকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) শুদ্ধ হওয়ার জন্য আলমেগণ কছি শর্ত উল্লেখ করছেন, সেগুলো হচ্ছে:

১। মুসলমান হওয়া। এটি আলমেদের সর্বসম্মত শর্ত। তাই কোন কাফরেরে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কেননা তাওয়াফ একটি ইবাদত। কাফরে কর্তৃক সম্পাদতি কোন ইবাদত শুদ্ধ নয় ও কবুলযোগ্য নয়।

২। বুদ্ধসিম্পন্ন হওয়া। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের আলমেদের অভিমত। মালকে ও শাফয়ে মাযহাবের আলমেগণ এ শর্ত করেননি। তারা 'বুঝবান বালকরে অভভাবক তার পক্ষ থেকে নয়িত করলে বালকরে তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়া' এর উপর কয়িস করছেন।

৩। নয়িত করা। এটি আলমেদের সর্বসম্মত শর্ত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নশিচয় সকল আমল নয়িত অনুযায়ী মূল্যায়তি হয় এবং মানুষ যা নয়িত করে সে তা-ই পায়"[সহহি বুখারী (১) ও সহহি মুসলমি(১৯০৭)]

৪। সতর ঢাকা থাকা। কটে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করে তাহলে তার তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জেরে মটৌসুমে ঘটৌষণা দয়োর নরিদশে দয়িছেন: "এ বছরের পর (অর্থাত্ নবম হজিরির পর) কোন মুশরকি হজ্জে আসবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।"[সহহি বুখারী (৩৬৯) ও সহহি মুসলমি (১৩৪৭)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: যদি কোন উলঙ্গ ব্যক্তি তাওয়াফ করে তাহলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কেননা তা করা নযিদিধ। এ ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদরে অনুমোদন নই সটৌ প্রত্যাখ্যাত।"[আল-শারহুল মুমত' (৭/২৫৭) থেকে সমাপ্ত]

৫। লঘু অপবত্রিতা থেকে পবত্রি হওয়া। ইতপূর্ববে 34695 নং প্রশ্নোত্তরে এ শর্তেরে ব্যাপারে বসিতারতি আলোচনা করা হয়েছে।



৬। জমহুর আলমেদরে মতে, পোশাক ও শরীর নাপাকা থেকে পবিত্র হওয়া। এ সংক্রান্ত আলমেদরে মতভেদে, ইতিপূর্বে 136742 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

৭। পরপূরণ সাত চক্কর তাওয়াফ করা। সাত চক্করের চয়ে এক কদমও কম হলে তাওয়াফ পরপূরণ হবে না। ইমাম নববী বলেন: তাওয়াফের শর্ত হচ্ছে, সাত চক্কর হওয়া। প্রত্যেকেবার হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ শেষে করবে। যদি সাত চক্করের চয়ে এক কদমও কম হয় তাহলে তার তাওয়াফ ধর্তব্য হবে না। চাই সে ব্যক্তি মক্কাতে অবস্থান করুক কিংবা মক্কা থেকে বের হয়ে তার নজি দশে ফরি আসুক। দম বা পশু জবাই করে কিংবা অন্য কোন আমলে মাধ্যমে তাওয়াফের ঘটতকি পূরণ করা সম্ভবপর নয়। [আল-মাজউ (৮/২১)]

৮। বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রেখে তাওয়াফ করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহকে বামে রেখে তাওয়াফ করছেন এবং তিনি বলেন “তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের কার্যাবলি শিখি নাও।” [সহি মুসলিম (১২৯৭) এ জাবরি (রাঃ) এর হাদিস]

৯। বায়তুল্লাহর সম্পূর্ণ অংশকে ঘুরে তাওয়াফ করা। সুতরাং কটে যদি দূরত্ব কমানোর জন্য হাতীম বা হজির (কাবার ভটির অংশ) এর ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করে তার তাওয়াফ সহি নয়। আরও জানতে দেখুন: 46597 নং প্রশ্নোত্তর।

১০। হাঁটতে সক্ষম হলে হেঁটে হেঁটে তাওয়াফ করা: এটি শাফয়েমি মাযহাবে আলমেগণ ছাড়া জমহুর আলমেদরে অভিমত।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“আমার কাছে যা পরস্কার হয়েছে যে, তাওয়াফকালে আরোহণ করা জায়যে নয়। সটো উটরে পঠি হোক কিংবা কাঁধের উপর হোক কিংবা হুইল চোরের হোক; একান্ত প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী ব্যক্তি ছাড়া।

প্রয়োজন: যমেন- অসুস্থতা, বার্ধক্য, তীব্র ভীড়; যা সওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা কছি কছি মানুষ ভড়ি সহ্য করতে পারে; আর কছি কছি মানুষ ভীড় সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ যদি কোন ওজরের কারণে হয় তাহলে (আরোহন) জায়যে হবে; যদি কোন ওজরের কারণে না হয় তাহলে জায়যে হবে না। [শারহু কতিবলি হাজ্জ মনি সাহিলি বুখারী (১/৮৩)]

১১। চক্করগুলোর মাঝে পরম্পরা রক্ষা করা: ইতিপূর্বে 219227 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২। মসজিদে হারামের ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করা: কেননা তাওয়াফের ক্ষত্রে ফরয হচ্ছে বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা। যদি কটে মসজিদে হারামের বাহরে দিয়ে তাওয়াফ করে তাহলে সে মসজিদকে তাওয়াফ করল; বায়তুল্লাহকে নয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:



আলমেগণ বলেন: তাওয়াফ সহি হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মসজিদে হারামরে ভেতরে হওয়া। মসজিদে বাহরে দিয়ে তাওয়াফ করে তাহলে আদায় হবে না। এজন্য কটে যদি মসজিদে হারামরে বাহরে দিয়ে তাওয়াফ করতে চায় তাহলে সেটা জায়যে হবে না। কনেনা সক্ষেতেরে সে মসজিদকে তাওয়াফকারী হবে; কাবাকে নয়। আর যারা মসজিদে ভেতরে উপরে কথিবা নীচে দিয়ে তাওয়াফ করেনে তাদের তাওয়াফ জায়যে হবে। তবে, সাফা-মারওয়া দিয়ে কথিবা সাফা-মারওয়ার উপর দিয়ে তাওয়াফ করা থেকে সাবধান। কনেনা সাফা-মারওয়া মসজিদে অংশ নয়। [তাফসরু সুরাতলি বাক্বারা, (২/৪৯)]

১৩। হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা। কটে যদি কাবার ফটক থেকে তাওয়াফ শুরু করে তাহলে তার তাওয়াফ অপূর্ণ ও অশুদ্ধ হবে।

শাইখ উছাইমীন বলেন:

কছু কছু লোক কাবার ফটক থেকে তাওয়াফ শুরু করেনে; হাজারে আসওয়াদ থেকে নয়। যে ব্যক্তি কাবার ফটক থেকে তাওয়াফ শুরু করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে তাওয়াফ শেষ করবে তার তাওয়াফ পরপূর্ণ হবে না। কনেনা আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং তাওয়াফকরে প্রাচীন গৃহে” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজারে আসওয়াদ থেকে তাঁর তাওয়াফ শুরু করছেন এবং মানুষকে বলছেন: “তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জেরে কার্যাবলি গ্রহণ কর।” তাই যে ব্যক্তি কাবাগৃহেরে ফটকেরে নকিট থেকে কথিবা হাজারে আসওয়াদের সমান্তরালরে সামান্য কছু পর থেকে তাওয়াফ শুরু করে সক্ষেতেরে তার এ চক্করটি বাতলি। কনেনা সে ব্যক্তি পরপূর্ণ চক্কর পালন করেনে। তার কর্তব্য হবে নকিটবর্তী সময়েরে মধ্যে স্মরণ হলে এর পরবর্তে অন্য একটি চক্কর আদায় করা। আর যদি নকিটবর্তী সময়েরে মধ্যে স্মরণে না পড়ে তাহলে সম্পূর্ণ তাওয়াফ নতুনভাবে পালন করা। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/৪০৪)]

এই হচ্ছে তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি।

আর তাওয়াফরে ওয়াজবি সমূহ হচ্ছে:

কোন কোন আলমেরে মতে, তাওয়াফরে দুই রাকাত নামায ওয়াজবি। তবে, সঠিকি মতানুযায়ী, এ দুই রাকাত নামায সুন্নত। এটি ইমাম শাফয়ে ও ইমাম আহমাদের মাযহাব।

শাইখ বনি বায (রহঃ) তাওয়াফরে দুই রাকাত নামায সম্পর্কে বলেন: “মাকামে ইব্রাহিমেরে পছেনে হওয়া আবশ্যিক নয়। মসজিদে হারামরে যে কোন স্থানে পড়লেও আদায় হবে। আর কটে এ নামায পড়তে ভুলে গেলেও অসুবিধা নহে। কনেনা এটি সুন্নত নামায; ওয়াজবি নয়।” [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইক বনি বায, (১৭/২২৮)]

আলমেগণ এ ছাড়া আরও যসেব ওয়াজবি উল্লেখ করে থাকেনে সেগুলো পূর্ববোল্লেখিত শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত। তবে, কোন কোন আলমে এগুলোকে ওয়াজবি হিসেবে উল্লেখ করেনে; শর্ত হিসেবে নয়।



দখোন: ড. আব্দুল্লাহ্ আল-যাহমি এর 'শুরুতুত তাওয়াফ' (তাওয়াফরে শর্তাবলি) শীর্ষক গবষণা; য়ে গবষণাটি 'আল-বুহুছ আল-ইসলামিয়া' নামক গবষণা পত্রিকার ৫৩তম সংখ্যায় প্রকাশতি হয়ছে এবং তাঁর আরও ঁকটি গবষণা 'ওয়াজবিতুত তাওয়াফ'; যা প্রাগুক্ত গবষণা পত্রিকার ৫৮তম সংখ্যায় প্রকাশতি হয়ছে।

আল্লাহই ভাল জাননে।